# দ্য
# আলকেমিস্ট

পাওলো কোয়েলহো

ভাষান্তর
রঞ্জনা ব্যানার্জী

TURNING THE PAGE
FOR 15 YEARS

KOBI PROKASHANI

# দ্য আলকেমিস্ট

পাওলো কোয়েলহো

দ্য আলকেমিস্ট
পাওলো কোয়েলহো
ভাষান্তর : রঞ্জনা ব্যানার্জী

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২৬

প্রকাশক
সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ৩৫০ টাকা

---

The Alchemist by Paulo Coelho Translated by Ranjana Banerjee Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Fourth Edition: March 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 350 Taka RS: 350 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN 978-984-29140-7-2

---

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

## উৎসর্গ

আমার দুই আলকেমিস্ট
বাবু, দুলাল কান্তি ব্যানার্জী (স্বর্গত)
খালু, এম. এ. নূর

'যখন মানুষ পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তখন ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা যুদ্ধক্ষেত্রের আর্তচিৎকার শুনতে পায়। সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে তার পরিণতি সকলকেই ভোগ করতে হয়।'

—দ্য আলকেমিস্ট

# ভূমিকা

পাওলো কোয়েলহোর জন্ম ব্রাজিলের বিখ্যাত শহর রিও ডি জেনেরোতে ১৯৪৭ সালে। প্রচলিত জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে তাঁর প্রবল বিদ্রোহ ছিল, লেখক হতে চেয়েছিলেন ছোট থেকেই। আর এই স্বপ্ন যেন এমনই প্রথাবিরুদ্ধ ছিল যে, তাঁর বাবা-মা তাঁকে মানসিক হাসপাতালে পাঠান, বয়স তখন তাঁর মাত্র সতেরো। পরে তাঁদের ইচ্ছায় আইন পড়তে শুরু করলেও এক বছরের মধ্যেই তা ছেড়ে দেন। ষাটের দশকে, হিপি জীবনের টানে দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আফ্রিকা, মেক্সিকো ও ইউরোপ ভ্রমণ করেন। তাঁর উত্তর আফ্রিকার মরুভূমি পরে হয়ে উঠবে *আলকেমিস্ট*-এর নায়ক তরুণ সান্তিয়াগোর যাত্রার পটভূমি। ব্রাজিলে ফিরে এলে বহু ধরনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন—একাধারে গীতিকার, নাট্যকার ও সাংবাদিক; আবার সামরিক একনায়কতন্ত্রের বিরোধিতার কারণে কারাবন্দিও হন।

১৯৮৬ সালে স্পেনের সান্তিয়াগো দে কমপোস্তেলা নামের তীর্থপথ দিয়ে হাঁটলেন—প্রায় আটশ কিলোমিটার। সেই পথের নামই পেল *আলকেমিস্ট*-এর নায়ক সান্তিয়াগো। তাই তাঁর এই অতীত জীবনটাকে বলা যায় একটা খসড়া—ভবিষ্যতের রসদ। যে স্বপ্নকে বলা হয়েছিল পাগলামি তাই হয়ে উঠল বিশ্বসাহিত্যে তাঁর উত্থানের ভিত্তি। তীর্থপথ থেকে জন্ম নিল তাঁর প্রথম বই *The Pilgrimage*। আর ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হলো পর্তুগিজ ভাষায় লেখা *O Alquimista*—সেই উপন্যাস যা পরে *The Alchemist* নামে আশিটিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়ে কোটি কোটি পাঠকের হাতে পৌঁছায়।

আলকেমিস্টের বাংলা হতে পারে ধাতু রূপান্তরকারী বা পরশমণি-সাধক। রঞ্জনা ব্যানার্জী এর আগে জর্জ অরওয়েলের *অ্যানিমাল ফার্ম*ও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন, *আলকেমিস্ট*-এও তিনি সেই একই নিষ্ঠা নিয়ে এসেছেন। এই বইটির গল্পটি হলো : স্পেনের আন্দালুসিয়ার সান্তিয়াগো নামের এক তরুণ মেষপালক একই স্বপ্ন দেখে বহুবার—মিশরের পিরামিডের কাছে কোথাও লুকিয়ে আছে গুপ্তধন। সালেমের রহস্যময় বৃদ্ধ রাজার (মালশিঝেদেক) সঙ্গে দেখা হলে সে জানতে পারে 'নিজস্ব কিংবদন্তি' খুঁজে নেওয়ার দর্শন। প্রতিটি মানুষ শৈশবে জানে তার জীবনের উদ্দেশ্য কী, কিন্তু সমাজ, ভয় এবং স্বাচ্ছন্দ্যের প্রলোভন সেই উদ্দেশ্যকে ঢেকে দেয়। তারপর শুরু হয় সান্তিয়াগোর দীর্ঘ যাত্রা—আফ্রিকার তানজিয়ার থেকে সাহারার বুক চিরে মরুদ্যানের প্রেম, উপজাতির যুদ্ধ, রহস্যময় আলকেমিস্ট এবং অবশেষে পিরামিড। কিন্তু কোয়েলহোর সবচেয়ে বড় চমক শেষে—গুপ্তধন আসলে ছিল যেখান থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই পরিত্যক্ত গির্জার ডুমুর গাছের গোড়ায়।

এই কাহিনি অবশ্য কোয়েলহোর আবিষ্কার নয়। এটি একটি সুপ্রাচীন লোককাহিনির ধরন, যার প্রাচীনতম পরিচিত সংস্করণ পাওয়া যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর ফারসি কবি জালাল আল-দিন রুমির *মসনভী*তে। কোলমান বার্কস ইংরেজিতে সেটার অনুবাদ করেছিলেন এই নামে—'বাগদাদে বসে কায়রোর স্বপ্ন : কায়রোতে বসে বাগদাদের স্বপ্ন'। রুমি এই কাহিনির শেষে লিখেছিলেন—'জীবনের জল এখানেই আছে, আমি পান করছি। কিন্তু এটা জানতে আমাকে এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হলো!'

রুমির এই সুফি দর্শন—যে সত্য হয়তো আমাদের হাতের নাগালেই আছে, কিন্তু দূরে না গেলে তা বোঝা যায় না—সাতশ বছর পরে আমরা খুঁজে পাই রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলি*তেও। রবীন্দ্রনাথের পথিক তীর্থে তীর্থে ঘুরে, মন্দিরে মন্দিরে খুঁজে, অবশেষে আবিষ্কার করে সেই অধরা সত্য নিজের মাঝেই ছিল। এ যেন আলকেমিস্টেরই পূর্বাভাস—

সবার চেয়ে কাছে আসা
সবার চেয়ে দূর।
বড়ো কঠিন সাধনা, যার
বড়ো সহজ সুর।
পরের দ্বারে ফিরে, শেষে
আসে পথিক আপন দেশে—
বাহির-ভুবন ঘুরে মেলে
অন্তরের ঠাকুর।

কিন্তু আলকেমিস্ট এত জনপ্রিয় হলো কেন? ১৯৮৮ সালের বিশ্বে শীতল যুদ্ধের অবসান ঘনিয়ে আসছে, পুঁজিবাদী সভ্যতার বস্তুগত অর্জন তৃপ্তি দিতে পারছে না, মানুষ খুঁজছে অর্থ এবং উদ্দেশ্য। সেই মুহূর্তে আলকেমিস্টের বার্তা ছিল সহজ এবং আশাবাদী—তোমার স্বপ্নকে ত্যাগ কোরো না, মহাবিশ্ব সহায় হবে। এই বার্তা কোনো ধর্মীয় বা রাজনৈতিক গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, পৃথিবীর যে কোনো মানুষ—রিও থেকে ঢাকা—সবাই সান্তিয়াগোর অভিযানে শরিক হতে পারে।

কোয়েলহোর দর্শন আমাদের ভাবায়, অনেকে হয়তো বলবেন একটু বেশি পুনরাবৃত্তিমুখী—একই সত্য বারবার ফিরে আসে, কখনো মরুভূমির কণ্ঠে, কখনো আলকেমিস্টের মুখে, কখনো হাওয়ার স্বরে। রুমির *মসনভী*তে সেই একই সত্য এসেছে সুফি দর্শনের গভীরতায়, রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলি*তে জীবনদেবতার আকাঙ্ক্ষায়, হেসের সিদ্ধার্থে বেদনা ও যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে। কোয়েলহো হয়তো ততটা গভীরে যাননি, কিন্তু তিনি যে দরজাটি খুলে দিয়েছেন সেটি কোটি মানুষের জন্য—এবং সেই দরজা দিয়ে ঢুকেই কেউ কেউ একদিন রুমি বা রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছায়। হেসের সিদ্ধার্থ ব্যর্থ হয়, ভোগে, ডুবে যায়, নদীর ধারে ভেঙে পড়ে কাঁদে—এবং সেই ভাঙনের মধ্য দিয়েই তার উপলব্ধি আসে। রুমির *মসনভী*তে কায়রোর এক টহলদারের লাঠির আঘাত না খেলে বাগদাদের লোকটি সত্য জানতে পারত না। রবীন্দ্রনাথের পথিক 'পরের দ্বারে' না ঘুরলে 'অন্তরের ঠাকুর' খুঁজে পেত না। তিনজনের কাছেই যাত্রার কষ্ট অপরিহার্য। কোয়েলহো সেই একই সত্যকে এনেছেন আধুনিক রূপকথার ভাষায়—যেখানে পথ কঠিন হলেও

মহাবিশ্ব সদয় এবং শেষ পর্যন্ত সুন্দর। রুমি থেকে আরব্য রজনী, আরব্য রজনী থেকে বিশ্বের লোককথা, লোককথা থেকে কোয়েলহো—এই যাত্রা নিজেই প্রমাণ করে যে এই গল্পে এক চিরন্তন সত্য আছে।

সাহিত্য অনুবাদ শুধু ভাষান্তরের প্রক্রিয়া নয়, এটি এক সংস্কৃতি থেকে আরেক সংস্কৃতিতে অনুভূতির সেতুবন্ধ। *আলকেমিস্ট*-এর মতো একটি বই, যার ভাষা ইচ্ছাকৃতভাবেই সরল এবং রূপকনির্ভর, তা অনুবাদে দুটো বিপদ আছে—অতিরিক্ত আক্ষরিকতায় ভাষার প্রবাহ নষ্ট হওয়া এবং অতিরিক্ত স্বাধীনতায় মূলের সারল্য হারিয়ে যাওয়া। রঞ্জনা ব্যানার্জী এই দুই বিপদ এড়িয়ে চলেছেন সুচিন্তিতভাবে। সেটার একটি নমুনা হলো তাঁর এই বাক্যটি—'মরীচিকা হলো মানুষের তীব্র বাসনা, যা তার তীব্রতার কারণেই মরুভূমির বালিতে প্রাণ পায়।' তাই রঞ্জনা ব্যানার্জীর বাংলায় মরুভূমির নৈঃশব্দ্য যেমন আছে, প্রাণও আছে তেমন এবং সবচেয়ে যা ছিল গুরুত্বপূর্ণ—তিনি কোয়েলহোর সেই আধ্যাত্মিক সুরটি অক্ষুণ্ন রেখেছেন। পরশপাথরের খোঁজে সান্তিয়াগোর সঙ্গী হতে রঞ্জনা ব্যানার্জীর এই অনুবাদে আপনাদের আমন্ত্রণ।

**দীপেন ভট্টাচার্য**
ক্যালিফোর্নিয়া
মার্চ, ২০২৬

# অনুবাদকের কথা

১৯৮৮ সালে পর্তুগিজ ভাষায় *দ্য আলকেমিস্ট* বইটি প্রকাশিত হওয়ার পরে প্রথম সপ্তায় বইটির কেবলমাত্র একটি কপি বিক্রি হয়েছিল। এই বই প্রকাশের রজত জয়ন্তীর সংস্করণে পাওলো কোয়েলহো লিখেছেন : দ্বিতীয় কপিটি বিক্রির জন্য সেই একই পুস্তক বিক্রেতাকে আরও ছয় মাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বছরান্তে তাঁর প্রকাশক মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে এই বই পাঠকের হাতে ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই। অতএব লেখককে বইগুলো গছিয়ে দিয়ে তিনি চুক্তি বাতিল করেছিলেন। কিন্তু পাওলো তাঁর আশা ছাড়েননি। এই বই পাওলো কোয়েলহোর লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশের নিজস্ব যাত্রারই বর্ণনা যেন। বইয়ের মূল চরিত্র মেষপালক সান্তিয়াগোর মতোই তাঁর বিদ্যাশিক্ষার শুরু ধর্মীয় স্কুলে। ছেলেবেলায় পাওলো লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রকৌশলী পিতা এমনকি মাতাও চাননি পাওলো লেখকের মতো অনিশ্চিত জীবনকে পেশা হিসেবে বেছে নিক। পিতা-মাতার স্বপ্ন পূরণের জন্য পাওলো আইন বিষয়ে অধ্যয়ন করতে বাধ্য হন। তবে তাঁর 'নিজস্ব কিংবদন্তি' সত্তাটির হাত ছাড়েননি। পরবর্তীতে একইভাবে প্রকাশকের রায়ে বিক্রির অযোগ্য বইটি একদিন পাঠকপ্রিয় হবেই সেই বিষয়ে তাঁর আস্থা টলেনি। আর এই আস্থার পেছনের কারণটি তিনি *আলকেমিস্ট* উপন্যাসের সালেমের সেই বৃদ্ধ রাজার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন : মানুষ যখন মন থেকে কিছু চায়, তখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তার সেই স্বপ্নপূরণের সমর্থনে যুক্ত হয়।

কবি প্রকাশনীর ব্যানারে এটি আমার তৃতীয় বই এবং দ্বিতীয় অনূদিত উপন্যাস। জর্জ অরওয়েলের *অ্যানিমেল ফার্ম* নিয়ে কাজ করার

সময় অনুবাদের ভাষাটি খুঁজে নিতে আমাকে তেমন বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু *দ্য আলকেমিস্ট* ভাষান্তরের সময় যথার্থ শব্দটি বাছাই করতে খানিক শ্রম দিতে হয়েছে। গল্পটির অলৌকিক ঘটনাগুলো বিশ্বাসযোগ্য আবার রূপকথার আবহটিও যেন অটুট থাকে তার চেষ্টা করেছি।

এই বইয়ের অসাধারণ ভূমিকাটি লিখেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং কল্পবিজ্ঞান লেখক অধ্যাপক দীপেন ভট্টাচার্য। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। এই বইয়ের পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠক গল্পকার এবং অনুবাদক কুলদা রায়। তাঁর পরামর্শ বইটির মান বাড়িয়েছে।

বইটি উৎসর্গ করেছি আমার লেখক জীবনের দুই আলকেমিস্ট : আমার বাবা এবং পিতৃতুল্য খালুকে। আশা করি বইটি পাঠকের মনোযোগ কাড়বে।

শুভপাঠ

**রঞ্জনা ব্যানার্জী**

প্রিন্স এডওয়ার্ড আইল্যান্ড

কানাডা

মার্চ, ২০২৬

# পূর্বাভাষ

কাফেলার কেউ এনেছে বইটি। আলকেমিস্ট হাতে নিয়ে পাতা উল্টে দেখছিলেন। নার্সিসাসের গল্পটিতে এসে তিনি থমকালেন।

এই উপকথাটি আলকেমিস্টের জানা। নার্সিসাস হলো সেই তরুণ যে রোজ সরোবরের পাশে উবু হয়ে নিজের রূপের বন্দনা করত। সে নিজের রূপের মোহে এতটাই আছন্ন ছিল যে একদিন অনবধানে সরোবরে পড়ে ডুবে মরে। যে জায়গা থেকে সে পড়ে গিয়েছিল, ঠিক সেখানেই একটি ফুলগাছ জন্মায়। ফুলটির নাম নার্সিসাস।

কিন্তু এই বইয়ের লেখক গল্পটিকে সেইভাবে শেষ করেননি।

তিনি লিখেছেন, নার্সিসাসের মৃত্যুর পরে বনদেবীরা হাজির হন এবং তারা দেখেন সরোবরের মিঠে জল নোনাজলে পাল্টে গেছে।

'তুমি কাঁদছ কেন?' সরোবরকে তারা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি নার্সিসাসের জন্যে কাঁদছি,' সরোবর উত্তর দেয়।

'সত্যি বলতে কি নার্সিসাসের জন্য তোমার কান্নাই শোভা পায়, অবাক হওয়ার কিছু নেই,' বনদেবীরা বলেন, 'আমরা তাকে বনের ভেতর যাওয়ার সময় দেখতাম ঠিকই কিন্তু কেবল তুমিই অমন নিবিড় করে তার রূপ দেখতে পেয়েছ।'

'কিন্তু... নার্সিসাস কি রূপবান ছিল?' সরোবর জানতে চাইল।

'তা তোমার চেয়ে ভালো কে জানবে?' বনদেবীরা অবাক হলেন। 'সে তো তোমার তীরেই প্রতিদিন হাঁটু মুড়ে বসে নিজের রূপসুধা পান করত!'

সরোবর কিছুক্ষণ নীরব রইল। অতঃপর বলল :

‘আমি নার্সিসাসের জন্য রোদন করছি সত্যি কিন্তু আমি কখনোই তার রূপ লক্ষ করিনি। আমি কাঁদছি কারণ যতবার সে আমার ওপর উবু হয়েছে, আমি ততবারই তাঁর চোখের তারায় আমার নিজের ছায়া দেখেছি।’

‘কী অপূর্ব গল্প!’ আলকেমিস্ট মুগ্ধ হয়ে ভাবলেন।

* * *

# প্রথম পর্ব

ছেলেটির নাম সান্তিয়াগো। ছেলেটি যখন তার ভেড়ার পাল নিয়ে এই বিধ্বস্ত গির্জায় ঢুকেছিল, তখন সবে সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে। অনেককাল আগেই গির্জাটির ছাদ ধসে গেছে। এক সময় যেখানে উপাসনার সামগ্রী রাখা হতো এখন তার মেঝে ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল ডুমুর গাছ।

ছেলেটি এখানেই রাত কাটাবে সিদ্ধান্ত নিল। গির্জার ভাঙাচোরা দরজা দিয়ে তার ভেড়াদের গুনে গুনে ঢোকাল, তারপর কটা তক্তা আড়াআড়ি পেতে দরজাটির ফোকর আটকাল যেন মাঝরাত্তিরে কোনো ভেড়া বেরিয়ে যেতে না পারে। এই অঞ্চলে নেকড়ে নেই, কিন্তু একবার পালের একটি ভেড়া বেরিয়ে পড়ায় পরদিন ছেলেটিকে সারাবেলা তার খোঁজে কাটাতে হয়েছিল।

ছেলেটি তার গরমজামাটি দিয়ে মেঝে ঝাড়পোঁছ করে শুয়ে পড়ল। সদ্য সমাপ্ত বইটিকে সে মাথার বালিশ বানাল। নিজেকে বলল এখন থেকে আরও পুরু বই পড়া শুরু করতে হবে : এরা টেকে অনেক দিন আর বালিশ হিসেবেও অধিক আরামদায়ক।

তার যখন ঘুম ভাঙল তখনও আঁধার কাটেনি, ওপরে তাকাতেই আধভাঙা ছাদের ফোকর দিয়ে সে তারাদের দেখতে পেল।

আরও খানিকক্ষণ ঘুমাতে চেয়েছিলাম আমি, মনে মনে বলল সে। গত সপ্তায় দেখা স্বপ্নটি ফের দেখেছে আজ এবং আগের মতোই স্বপ্ন শেষ হওয়ার আগেই তার ঘুম চটে গেল।

সে উঠে দাঁড়াল এবং তার মেষপালকের বাঁকা লাঠিটি দিয়ে যে ভেড়াগুলো তখনও ঘুমিয়ে আছে তাদের খুঁচিয়ে জাগাল। সে লক্ষ করেছে তার ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই ভেড়াদের নড়াচড়া শুরু হয়ে যায়। যেন এক রহস্যময় শক্তি তাকে তার ভেড়াদের সঙ্গে জুড়ে রেখেছে। এই ভেড়ার পালের সঙ্গে সে গত দুই বছর ধরে আছে, গ্রামের ভেতর দিয়ে সে তাদের জল এবং খাদ্যের উৎসের কাছে পৌঁছে দেয়। 'এরা আমার সঙ্গে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে আমার রোজনামচা তাদের মুখস্থ,' ছেলেটি বিড়বিড় করে। কথাটা বলেই সে খানিক ভাবে, এবং তার মনে হয় ব্যাপারটি উল্টো হতেও পারে : হয়তো ওদের সময়সূচিতে সে নিজেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

তবে এদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা অন্যদের চেয়ে দেরিতে জাগে। ছেলেটি সেই ঘুমকাতুরে ভেড়াগুলোর প্রত্যেককে নাম ধরে ধরে খোঁচাতে লাগল। তার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভেড়ারা সে কী বলছে তা বুঝতে পারে। সেই কারণেই কোনো কোনো সময় যে বইগুলো তার মন ছোঁয় সেগুলো থেকে কিছু অংশ ওদের পড়ে শোনায়। কিংবা যখন সে প্রান্তরে মেষপালকের নিঃসঙ্গতা অথবা আনন্দের কথা তাদের বলে সে মনে করে যে ভেড়ারা তা বুঝতে পারে। মাঝে মাঝে গ্রাম পেরোনোর সময় বলার মতো কিছু চোখে পড়লে তা নিয়েও জানায় তাদের।

তবে গত কদিন ধরে ভেড়াদের কেবল একজনের কথাই সে বলে চলেছে : সেই মেয়েটি, বণিক-কন্যা, চার দিন পরেই যার গ্রামে তারা পৌঁছে যাবে। সেই গ্রামে সে কেবল একবারই গিয়েছিল, এক বছর আগে। বণিকের নিজস্ব তন্তুব্যবসা আছে, এবং তিনি সবসময় তার সামনেই ভেড়াদের পশম ছাঁটতে বলেন যেন তাকে ঠকানো না যায়। এক বন্ধুর কাছ থেকে ছেলেটি এই দোকানের কথা জেনেছিল, এবং সে তার ভেড়াদের গত বছর সেখানে নিয়ে গিয়েছিল।